হযরত কা'ব ইবনে মালিক সহ তিন জনের তওবা কবুলের ঘটনা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে"হযরত কা'ব ইবনে মালিক সহ তিন জনের তওবা কবুলের ঘটনা"। তিন জন হলেনঃ

১)কা'ব ইবনে মালিক, ২) হেলাল ইবনে উমাইয়া, ৩)মুরবাহ ইবনে রুবাই। এরা ছিলেন সাচ্চা মু'মিন। শেষের দু'জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমজন বদর যুদ্ধ ছাড়া সমস্ত যুদ্ধে রসুল(সঃ) এঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই তিনজন তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গাফিলতি করেছিলেন। এই তওবা কবুলের ঘটনা বুঝতে হলে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন। অতি সংক্ষেপে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা উল্লেখ করার পর কা'ব ইবনে মালিকের ভাষায় তওবা কবুলের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ৯ নং সুরা আত তওবার ১১৮ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই তিনজনকে ক্ষমা করে দেয়ার কথা ঘোষনা করেছেন।

সুরা ৯ আত তওবা, আয়াতঃ ১১৮

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ
اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٨﴾

আর ঐ তিন ব্যক্তির প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদেরকে পিছে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল (মুসলমানদের সাথে বের হওয়া থেকে) এই পর্যন্ত যে, যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ন হতে লাগলো এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত; তৎপর তাদের প্রতি অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।

২)তাবুক যুদ্ধ

অন্য যে কোন যুদ্ধের ঘোষনা রসুল(সঃ) আগেই দিতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের ঘোষনা আগেই দিয়ে দিলেন। যদিও মদীনায় দুর্ভিক্ষ চলছিল,আবহাওয়া ছিল প্রচন্ড গরম,ফসল পাকার সময় কাছে এসে গেছে, সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থাকরা বড়ই কঠিন ব্যপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি বৃহত্তম শক্তির একটি রোম এর মোকাবেলা করতে হচ্ছিল, সিরিয়ার দিকে যেতে হবে , রোম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করার ব্যপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান(রাঃ),হযরত আব্দুর রহমান ইবনে অউফ(রাঃ) বিপুল অর্থ দান করেন। হযরত উমর(রাঃ) তার সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবু বকর(রাঃ) তাঁর সঞ্চিত সম্পদের সবটাই রসুল(সঃ) এঁর কাছে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত, মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকুই উৎসর্গ করেন। মেয়েরা নিজেদের গয়নাখুলে নযরানা পেশ করেন। দলে দলে প্রাণউৎসর্গকারী লোক যুদ্ধ যাত্রার জন্য আসতে থাকেন। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রসুলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো।

৩০০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে নবম হিজরীর রজব মাসে রোম সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এবং তাবুক পৌছে তারা জানতে পারেন কাইসার ও তার অধীনস্থরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনাবাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন । এর আগে মুতার যুদ্ধে খৃষ্টানদের এক লাখের সাথে মুসলমানদের তিন হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য খৃষ্টান সেনানায়ক দেখেছিল তারপর খোদ রসুল(সঃ) এর নেতৃত্বে ৩০ হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখনে লাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার মোকাবিলা করার হিম্মত খৃষ্টানদের ছিল না।

৩) হযরত কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণনা, যেটা তিনি ছেলে আব্দুল্লাহকে শুনান; তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং বয়স বেশী হয়ে গিয়েছিলঃ

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নবী(সঃ) যখনই মুসলমানদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানাতেন তখনই আমি মনে মনে সংকল্প করে নিতাম যে, যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নেবো, কিন্তু ফিরে এসে আমাকে অলসতায় পেয়ে বসতো এবং আমি বলতাম এখনই এতো তাড়াহুড়া কিসের, রওনা দেবার সময় যখন আসবে তখন তৈরী হতে কতটুকুই বা সময় লাগবে। এভাবে আমার প্রস্তুতি পিছিয়ে যেতে থাকলো। তারপর একদিন সেনাবাহিনী রওনা হবার সময় এসে গেল। অথচ তখনো আমি তৈরী ছিলাম না। আমি মনেমনে বললাম, সেনাবাহিনী চলে যাক,আমি এক - দুইদিন পরে তাদের সাথে যোগ দেব। কিন্তু তখনো একই অলসতা আমার পথের বাঁধাহয়ে দাড়ালো। এভাবে সময় পার হয়ে গেল।

এ সময় যখন আমি মদীনায় থেকে গিয়েছিলাম ।আমার মন ক্রমেই বিষিয়ে উঠছিল।কারণ আমি দেখছিলাম যাদের সাথে এ শহরে আমি রয়েছি তারা হয় মুনাফিক, নয় তো দুর্বল, বৃদ্ধ ও অক্ষম লোক যাদেরকে আল্লাহ অব্যাহতি দিয়েছেন।

রসুল(সঃ) তাবুক থেকে ফিরে এসে যথারীতি মসজিদে নববীতে দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বসলেন।

৪) মুনাফিকরা এ মজলিসে এসে লম্বা লম্বা কসম খেয়ে তাদের ওযর পেশ করতে লাগলো । এদের সংখ্যা ছিল ৮০ এর চাইতেও বেশী। রসুল(সঃ) তাদের প্রত্যেকের বানোয়াট ও সাজানো কথাগুলো শুনলেন ।তাদের লোকদেখানো ওযর মেনে নিলেন এবং তাদের অন্তরের ব্যপার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তারপর আমার পালা এলো।

আমি সামনে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে, বললেন আসুন। আপনাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম ,আল্লাহর কসম,যদি কোন দুনিয়াদারের সামনে আমি হাযির হতাম তাহলে অবশ্যই কোন না কোন কথা বানিয়ে তাকে সন্তোষ্ট করার চেষ্টা করতাম। কথা বানিয়ে বলার কৌশলও আমি জানি। কিন্তু আপনার ব্যপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এখন কোন মিথ্যা ওযর পেশ করে আমি আপনাকে সন্তোষ্ট করেও নেই তাহলে আল্লাহ নিশচয়ই আপনাকে আমার প্রতি আবার নারাজ করে দেবেন। তবে যদি আমি সত্যি বলি তাহলে আপনি নারাজ হয়ে গেলেও আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য ক্ষমার কোন পথ তৈরী করে দেবেন। আসলে পেশ করার মত কোন ওযরই আমার কাছে নেই। যুদ্ধে যাওয়ার ব্যপারে আমি পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।এ কথা শুনে রসুল(সঃ) বললেন, এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে, ঠিক আছে, চলে যাও এবং আল্লাহ তোমার ব্যপারে কোন ফয়সালা না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক। আমি উঠে নিজের গোত্রের লোকদের মধ্যে বসলাম। এখন সবাই আমার পিছনে লাগলো।তারা আমাকে এ বলে তিরস্কার করতে লাগলো যে, তুমিও কোন মিথ্যা ওযর পেশ করলে না কেন? এসব কথা শুনে আবার রসুল(সঃ) এঁর কাছে গিয়ে কিছু বানোয়াট ওযর পেশ করার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো।

৫) কিন্তু যখন আমি শুনলাম আরও দু'জন সৎ লোক(মুরারাহ ইবনে রুবাই ও হেলাল ইবনে উমাইয়াহ) আমার মতো একই সত্য কথা বলেছেন, তখন আমি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করলাম। এবং আমার সত্য কথার উপর অটল থাকলাম।

এরপর রসুল(সঃ) সাধারণ হুকুম জারি করলেন,আমাদের তিন জনের সাথে

কাউ কথা বলতে পারবে না। অন্য দু'জন তো ঘরের মধ্যে বসে রইল, কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামায়াতে সালাত আদায় করতাম এবং বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না ।মনে হতো এ দেশ বদলে গেছে। আমি যেন একজন অপরিচিত আগন্তুক। এ জনপদের কেউ আমাকে জানে না চেনে না। মসজিদে সালাত আদায় করতে গিয়ে যথারীতি রসুল(সঃ)-কে সালাম করতাম। আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠেছে কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শুধু অপেক্ষা করাই সার হতো, তার নজর আমার ওপর কিভাবে

পড়ছে তা দেখার জন্য আমি আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাতাম। কিন্তু অবস্থা এই ছিল যে, যতক্ষন আমি সালাত আদায় করতাম ততক্ষন তিনি আমাকে দেখতে থাকতেন এবং যেই আমি সালাত শেষ করতাম অমনি আমার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেন। একদিন ঘাবড়ে গিয়ে আমার চাচাত ভাই ও ছেলে বেলার বন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম।তার বাগানের পাঁচিলের ওপর উঠে তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর সেই বান্দাহটি আমার সালামের জবাবও দিলো না। আমি বললামঃ হে আবু কাতাদাহ, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালবাসি না? সে নীরব রইলো, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম সে নীরব রইলো, তৃতীয়বার যখন আমি কসম দিয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম তখন সে শুধুমাত্র এটুকু বললোঃ আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভাল জানেন।এ কথায় আমার চোখে পানি এসে গেল, আমি পাঁচিল থেকে নীচে নেমে এলাম।

এ সময় আমি একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার নাব্‌তী বংশীয় এক লোকের সাথে দেখা হলো। সে রেশমে মোড়া গাস্‌সান রাজার একটি পত্র আমার হাতে দিল। আমি পত্রটা খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিল, আমরা শুনেছি, তোমার নেতা তোমার উপর উতপীড়ন করছে। তুমি কোন নগন্য ব্যক্তি নও। তোমাকে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। আমাদের কাছে চলে এসো । আমরা তোমাকে মর্যাদা দান করবো। আমি বললাম, এ দেখি আর এক আপদ। তখনই ছিঠিটাকে চুলার আগুনে ফেলে দিলাম।

চল্লিশটা দিন এভাবে কেটে যাবার পর রসুল(সঃ) এঁর কাছ থেকে তাঁর দূত এই হুকুম নিয়ে এলেন যে,নিজের স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দিব?জবাব এলো না তালাক নয়, শুধু আলাদা থাকো।কাজেই আমি স্ত্রী কে বলে দিলাম তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো।

এভাবে ঊনপঞ্চাস দিন পার হয়ে পঞ্চাস দিনে পড়লো, সেসকালে সালাতের পর আমি নিজের ঘরের ছাদের উপর বসেছিলাম। নিজের জীবনের প্রতি আমার ধিক্কার জাগছিল। হঠাত এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললোঃ কা'ব ইবনে মালিককে অভিনন্দন। এ কথা শুনেই আমি সিজদায় নত হয়ে গেলাম,আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমার ক্ষমার ঘোষনা জারি হয়েছে। এরপর লোকেরা

দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। তারা প্রত্যেকে পাল্লা দিয়ে আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিলো। তারা বলছিলো তোমার তওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম।

দেখলাম রসুল(সঃ) এঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি সালাম দিলাম। তিনি বললেন, তোমাকে মোবারকবাদ। আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি আপনার পক্ষ থেকে না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? বললেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এ সংগে সংশ্লিষ্ট আয়াত(আত তওবাঃ১১৮) তেলাওয়াত করলেন।

আমি বললাম , হে আল্লাহর রসুল আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে সদকা করে দিতে চাই। এটাও আমার তওবার অংশবিশেষ। বললেন কিছু রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য ভাল। এ বক্তব্য অনুযায়ী আমি নিজের খয়বরের সম্পত্তির অংশটুকু রেখে দিলাম। বাদবাকি সব সদকা করে দিলাম। তারপর আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করলাম, যে সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ

আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তার ওপর আমি সারাজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। কাজেই আজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে যথার্থ সত্য ও প্রকৃত ঘটনা বিরোধী কোন কথা বলিনি এবং আশাকরি আল্লাহ আগামীতেও তা থেকে বাঁচাবেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আসুন আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....